প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র:নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্ত শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২	২	--	--	২	--	৪০% ও ১০৫%	--	৪১% ও ৯৮%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা : ২

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ : ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা, পর্যাপ্ত বরাদ্দের অভাব, টেন্ডার প্রদানে সমস্যা ইত্যাদি।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ : **(সংযুক্তি-১)**

(সংযুক্তি-১)

২০১৪-১৫ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশসমূহ:

ক্র:নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়ন সমস্যা	সুপারিশ
১।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	প্রাইমারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (২য় পর্যায়) জুলাই,২০০৮-জুন,২০১৫	মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলার গাজী ছাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার লাখপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার দশপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার পূর্ব জোরখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার সন্তোষজনক নয়। পরিদর্শনের দিন এসব বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার কম পরিলক্ষিত হয়েছে;	মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলার গাজী ছাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার লাখপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার দশপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার পূর্ব জোরখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ সারাদেশে সকল বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়ানোর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং তদারকি করবেন। শতভাগ উপবৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি উপবৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ে সর্বাধিক উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়মিত তদারকি জোরদার করবেন; (সমস্যা নং-১১.১)
			মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার ভবের চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশেই গরুর হাট বসে। সীমানা প্রাচীর না থাকায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মাত্র দুটি টয়লেট রয়েছে যা পর্যাপ্ত নয়;	মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার ভবের চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারপাশে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে। এছাড়া টয়লেট সমস্যা দূরীকরণে পিইডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় একটি ওয়াশব্লক নির্মাণ করা যেতে পারে; (সমস্যা নং-১১.৩)
			মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার ভবের চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার	মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার ভবের চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নোয়াখালী জেলার হাতিয়া

ক্র:নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়ন সমস্যা	সুপারিশ
			পূর্বজোড়খালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও তমরদ্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ভোলা জেলার মনপুরা উপজেলার কাউয়ারটেক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ফুলগাজী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তুলনায় শ্রেণীকক্ষের চরম সংকট পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া এসব বিদ্যালয়ে একটি করে মাত্র ভবন যা সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এসব ভবনের দেয়াল ও বীমে ফাটল, দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায় ও ছাদের অভ্যন্তরীণ সিলিং এর আস্তরণ খসে পড়েছে;	উপজেলার পূর্বজোড়খালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও তমরদ্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ভোলা জেলার মনপুরা উপজেলার কাউয়ারটেক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ফুলগাজী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের সংকট নিরসনের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নতুন ভবন নির্মাণসহ বিদ্যমান জরাজীর্ণ ভবনের সংস্কার করতে হবে। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে; (সমস্যা নং-১১.৪)
			উপবৃত্তির অর্থ প্রাপ্তির জন্য সকল সুবিধাভোগীকে মাসে ৮৫% উপস্থিতি থাকতে হবে। যে সকল শিক্ষার্থী উপবৃত্তির সুবিধা পায় তারা নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকলেও উপবৃত্তি সুবিধা না পাওয়া শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বিদ্যালয় উপস্থিত হয় না। এতে করে উপবৃত্তি প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছুটা বৈষম্য দেখা দেয়;	ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হলে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ এবং দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি রোধকল্পে শতভাগ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান এবং প্রতি শিক্ষার্থীকে প্রদেয় উপবৃত্তির অর্থের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে; (সমস্যা নং-১১.৫)
২।		শহরে কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) জুলাই,২০০৪-সেপ্টেম্বর,২০১৪)	আলোচ্য প্রকল্পটি মূলত ৬টি বিভাগীয় শহরে শ্রমজীবী শিশুদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৬৬১৫০ জন কর্মজীবী শিশুকে মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প দপ্তর বর্ণিত সংখ্যাক শিশুদের কোন ডাটা বেইজ সংরক্ষণ করেননি। প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর কোন	দশ বৎসরের অধিককাল মেয়াদে ২৯০২৭.০২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির মাধ্যমে মোট ১,৬৫,৫৭২ জন কিশোর-কিশোরীকে জীবন দক্ষতাভিত্তিক মৌলিক শিক্ষা ও জীবিকার জন্য দক্ষতা অর্জন সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অথচ প্রকল্প সমাপ্তির পর এর কার্যকারিতা বা ফলাফল মূল্যায়নের জন্য বা পরবর্তীতে এ কার্যক্রমটি চলমান রাখা/না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষিত কিশোর-

ক্র:নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়ন সমস্যা	সুপারিশ
			প্রকার ফলোআপ হয়নি। প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান নিয়ে কত সংখ্যক শিশু জীবনমুখী কোন কাজে সম্পৃক্ত আছে সে তথ্য প্রকল্প দপ্তর সংরক্ষণ করেননি। এটি কোন ভাবেই কাম্য নয়;	কিশোরীদের কোনরূপ ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করা হয়নি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমজীবী শিশুদের ডাটা বেইজ সংরক্ষণ করতে হবে। প্রকল্পটি যেহেতু সমাপ্ত হয়েছে তাই সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সরকারি ব্যবস্থাপনায় এ কার্যক্রমটি সম্পাদন করতে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবে এবং তা নিশ্চিত করবে;
			ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অংগের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে জিও এনজিও ভিত্তিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু প্রশিক্ষণার্থীদের কোন তালিকা প্রকল্প অফিসে সংরক্ষণ করা হয়নি। প্রশিক্ষণ লব্ধ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রকল্প দপ্তরে কর্মরত থেকে প্রকল্প পরিচালনা কার্যক্রমে সক্ষমতা অর্জন করেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়নি।	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ১০.১ এর নির্দেশনার ভিত্তিতে প্রণীত ডাটা বেইজ-এর আলোকে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর শ্রমজীবী শিশুদের জীবন যাপন কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা ফলোআপ করতে হবে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় সমাপ্ত প্রকল্পটির একটি মূল্যায়ন করতে পারে; প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কারিগরী প্রশিক্ষণের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা কাজে লাগানোর লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

শহরে কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৪)

১। প্রকল্পের নাম : শহরে কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো।

৪। প্রকল্পের অবস্থান : সারাদেশের ৬টি বিভাগীয় শহর (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রাজশাহী এবং বরিশাল)।

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট- জিওবি- প্র: সা:-	সর্বশেষ সংশোধিত মোট- জিওবি- প্র: সা:-	 মোট- জিওবি- প্র: সা:-	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০৬০০.০০ ৭৪৫.০০ ১৯৮৫৫.০০	৩০৩৬১.০০ ১৩০৫.৫৭ ২৯০৫৫.৪৩	২৯০২৭.০২ ১২২২.১২ ২৭৮০৪.৯০	জুলাই, ২০০৪ হতে জুন,২০০৯	জুলাই, ২০০৪ হতে সেপ্টেম্বর,১৪	জুলাই, ২০০৪ হতে সেপ্টেম্বর,১৪	৮৪২৭.০২ (৪১%)	৫ বছর ৩মাস ১০৫%

৬। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ		সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (সেপ্টেম্বর,২০১৪ পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে)	
		একক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক(%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	জীবনদক্ষতা ভিত্তিক মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা (জীবনদক্ষতা ভিত্তিক মৌলিক শিক্ষা বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে ৫টি সাইকেলে ৪০ মাস ব্যাপী মৌলিক শিক্ষা (যেমন-লিখতে, পড়তে, গণনা করতে পারা)	জন	১৬৬১৫০	২০১১৩.০২	১৪৬৯৪২ (৮৮.৪৩%)	২০০০৩.৩৩ (৯%)
২.	জীবিকায়ন দক্ষতা (জীবিকায়ন দক্ষতা ভিত্তিক বিভিন্ন ট্রেডে (যেমন- ইনডাস্ট্রিয়াল সুইং, জুরি চুমকি, ট্রেইলারীং এন্ড ড্রেস মেকিং এবং বিউটিফিকেশন, টাইলস ফিটিংস, প্লাম্বিং, এমব্রয়ডারী, সেলাই প্রশিক্ষণ)	জন	২০১৩০	৬৮৩৩.৫০	১৮৬৩০ (৯২%)	৫৯৩৮.৮৩ (৮৭%)
৩.	এডভোকেসি সোস্যাল মোবিলাইজেশন প্রোগ্রাম কমিউনিকেশন (প্রোগ্রাম (যেমন- শিশু অধিকার, ৭টি ঝুকিপূর্ণ শিশুশ্রম প্রতিরোধ, সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ, ৯টি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, বিজয় দিবস, ৯টি স্বাধীনতা দিবস ৫টি জাতীয় শিশু দিবস যথাযথভাবে পালন)	সংখ্যা	২৪টি বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান	১০৮২.৯০	১৯টি বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান (৭৯%)	৯৮২.৫৮ (৯০%)
৪.	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, জিও-এনজিও পর্যায়ের	সংখ্যা	১৫	২৩৩১.৫৮	১৫ (১০০%)	২১০২.২৮(৯০%)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ		সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (সেপ্টেম্বর,২০১৪ পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে)	
		একক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক(%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, ৬৬৪৬ জন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্যের (সিএমসি) প্রশিক্ষণ, ২০টি ইন কান্ট্রি স্টাডি ট্যুর, মৌলিক অফিস ব্যবস্থাপনা, শিশু-শ্রম, শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, MER format development training শিক্ষক সুপারভাইজার প্রশিক্ষণ, NGo & PIU staff প্রশিক্ষণ, Project planning, Development and management (PPDM) প্রশিক্ষণসহ বৈদেশিক শিক্ষা সফর)					
	সর্বমোট	--	--	**৩০৩৬১.০০**	**৯৮%**	**২৯০২৭.০২ (৯৫.৬০%)**

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** কোন উল্লেখযোগ্য কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৮.১ **পটভূমিঃ** জাতীয় শিশু শ্রম সমীক্ষা ২০০২-২০০৩ এর প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, দেশের মোট জনসংখ্যার ৩১.২১ মিলিয়ন (২৩.৩৯%) জনসংখ্যা শহরে বাস করে। মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ৪২.৩৯ মিলিয়ন (৩১.৭৭%) যার মধ্যে ৭.৯০ মিলিয়ন শিশু বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত। শহরে বসবাসকারী কর্মজীবী শিশুর সংখ্যা ১.৫০ মিলিয়ন (১৮.৯৯%) যাদের মধ্যে ১০-১৪ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ০.৮৫ মিলিয়ন (৫৭%)। এদের মধ্যে অনেকেই বিনা বেতন ও স্বল্প বেতনে এবং অনেক ক্ষেত্রে ঝুকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। কর্মজীবী শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের অধিকাংশই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। ফলে তার নিম্ন কর্মদক্ষতা ও নিম্ন আয়ের কারণে পুনরায় দরিদ্রতার দুষ্ঠ চক্রে বাধা পড়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে শহরের বস্তিবাসী শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে এ দৃশ্য বর্ণনাতীত।

বাংলাদেশ সরকার '৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ৬টি বিভাগীয় শহরে এই সমস্ত শিশুদেরকে মৌলিক শিক্ষা প্রদান ও তাদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রহণ করে একটি প্রকল্প যার নাম শহরের কর্মজীবী শিশুদের মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প। বর্তমানে এর দ্বিতীয় পর্যায় শেষ পর্যায়ে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ইতোমধ্যেই তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। কর্মজীবী শিশুরা তাদের অধিকার এবং সমাজের প্রতি তাদের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, পিতামাতা ও অভিভাবকবৃন্দ শিশুদের শিক্ষার প্রযোজনীয়তা এবং শিশু অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। চাকুরীদাতাগণ কর্মজীবী শিশুদের শিক্ষা কিভাবে তাদের প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও গুণাগুণ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে সে সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। পাশাপাশি শিশু শ্রম প্রতিরোধ একটি সামাজিক আন্দোলনে রুপ নিয়েছে। এ সমস্ত কর্মজীবী শিশুরা ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, দেশের স্বাধীনতা, পাকিস্তানী বাহিনীর নির্মম অত্যাচার ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই জানে না। দেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্পর্কে জানানোর জন্য কর্মজীবী শিক্ষার্থীদের নিয়ে পালন করা হয় ২৬ মার্চ/২০০৯ মহান স্বাধীনতা দিবস। শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ও প্রতিযোগিদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করার মধ্য দিয়ে দিবসটি উদযাপন করা হয়। দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরে শ্রমজীবী শিশুকে জীবনদক্ষতা ভিত্তিক মৌলিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে ৫টি সাইকেলে ৪০ মাস ব্যাপী মৌলিক শিক্ষা (লিখতে, পড়তে, গণনা করতে পারা ইত্যাদি) প্রদানের প্রেক্ষাপটে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ইউনিসেফের সহযোগিতায় আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক) শহরে ১০-১৪ বছর বয়সী ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ১৫০ জন কর্মজীবী শিশু ও কিশোর-কিশোরীকে (কমপক্ষে ৬০% মেয়ে শিশু) মানসম্মত জীবন দক্ষতা ভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা প্রদান;

(খ) উক্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ১৩ বছরের উর্ধ্বে বয়সের ২০ হাজার ১৩০ জনকে জীবনকায়ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান; এবং

(গ) কর্মজীবী শিশু ও কিশোর-কিশোরী এবং তাদের পরিবারের অনুকূলে শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন এবং ঝুঁকিপূর্ণ জীবিকা থেকে শিশুদের রক্ষা করার লক্ষ্যে শহর ও জাতীয় পর্যায়ে এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম।

৮.৩ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(ক) জীবন দক্ষতা ভিত্তিক মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা প্রদান;

(খ) বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকায়ন দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

(গ) শিশু অধিকার, ৭টি ঝুকিপূর্ণ শিশুশ্রম প্রতিরোধ, সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ, ৯টি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, বিজয় দিবস, ৯টি স্বাধীনতা দিবস ৫টি জাতীয় শিশু দিবস যথাযথভাবে পালন করা; এবং

(ঘ) বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ (কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, মৌলিক অফিস ব্যবস্থাপনা, শিশুশ্রম, শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বৈদেশিক শিক্ষা সফর ইত্যাদি)।

৮.৪ **অনুমোদন পর্যায় ও সংশোধন:** আলোচ্য প্রকল্পটি ১১-১০-২০০৪ তারিখে মোট ২০৬০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৪ হতে জুন,২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এরপর ১ম সংশোধনী ০৪-০৫-২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক ২৬৭৯২.৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৪ হতে ডিসেম্বর,২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২য় সংশোধনী প্রয়োজনে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০৮-০১-২০১৩ তারিখে ৩০৩৬০.৯৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৪ হতে জুন,২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়। সর্বশেষ আইএমইডির মতামতের প্রেক্ষিতে সেপ্টেম্বর,২০১৪ পর্যন্ত ৩(তিন) মাস ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

৮.৫ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	কার্যকাল		প্রকল্প পরিচালকের ধরন
		আরম্ভ	শেষ	
১।	বেগম মাসুদা বিনতে কাদের উপ-সচিব	জুলাই,২০০৪	সেপ্টেম্বর,২০০৫	খন্ডকালীন
২।	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান যুগ্ম-সচিব	সেপ্টেম্বর,২০০৫	১২-১০-২০০৬	পূর্ণকালীন
৩।	জনাব মোঃ রেজাউল কাদের যুগ্ম-সচিব	১২-১০-২০০৬	০১-০২-২০০৯	পূর্ণকালীন
৪।	জনাব মোঃ এনামুল হক যুগ্ম-সচিব	০১-০২-২০০৯	১৭-০২-২০১০	পূর্ণকালীন
৫।	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান যুগ্ম-সচিব	১০-০২-২০১০	৩০-০৯-২০১৪	পূর্ণকালীন

৮.৬ **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee, PIC সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;

(ঙ) নমুনায়নের (Sampling) ভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শন;

(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯। প্রকল্পের বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

৯.১ **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৩০৩৬১ .০০ লক্ষ টাকা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির সেপ্টেম্বর ,২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ২৯০২৭.০২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের (৯৯.৯৯%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০ ০৪-২০০৫ হতে ২০১৪-২০১৫ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়
১	৩	৪	৫	৬
২০০৪-০৫	২১৭.৭৮	১০০.০০	উন্নয়ন সহযোগী (Unicef, sida,cida) দ্বারা সরাসরি ব্যয়িত।	৫১.৮৭
২০০৫-০৬	৪১০.৯৬	১৩৬৩.৬০		১৩০১.২৯
২০০৬-০৭	১৯৮৩.৯৫	২৬৮০.০০		২০৪৭.৯১
২০০৭-০৮	৩৫০০.১৫	৩৪০০.০০		৩২৭৮.৯৬
২০০৮-০৯	৪৯০৯.৭৪	৪৬৫০.০০		৪৫৩০.৫৫
২০০৯-১০	৪৭৪১.৪১	৫২০০.০০		৫১৫১.৪৩
২০১০-১১	৪৯৭৪.৬৯	৫১০০.০০		৫০৯২.৮৭
২০১১-১২	৩৪৭৩.৮৫	৩০০০.০০		২৭৫৭.৬৫
২০১২-১৩	৩৫১৫.৯৭	২৭৫৫.০০		২৭০৯.১৮
২০১৩-১৪	২৬৩২.৫০	২৪৬১.০০		১৯৯৯.২৫
২০১৪-১৫	১২৫.০০	১২৫.০০		১০৬.০৫
মোট	**৩০৩৬১.০০**	**৩০৮৩৪.৬০**	**--**	**২৯০২৭.০২**

৯.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য (Objectives as per PP)	**প্রকৃত অর্জন (Actual achievement)**	**মন্তব্য**
(ক) শহরে ১০-১৪ বছর বয়সী ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ১৫০ জন কর্মজীবী শিশু ও কিশোর-কিশোরীকে (কমপক্ষে ৬০% মেয়ে শিশু) মানসম্মত জীবন দক্ষতা ভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা প্রদান;	⇒ শহরে ১০-১৪ বছর বয়সী ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯৪২ জন (৮৮.২৪%) কর্মজীবী শিশু ও কিশোর-কিশোরীকে (কমপক্ষে ৬০% মেয়ে শিশু) মানসম্মত জীবন দক্ষতা ভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক	⇒ শ্রমজীবী শিশু স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে ১০০ ভাগ শিশুদের জীবন দক্ষতা ভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য (Objectives as per PP)	প্রকৃত অর্জন (Actual achievement)	মন্তব্য
	মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।	মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হয়নি।
(খ) উক্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ১৩ বছরের উর্ধ্বে বয়সের ২০ হাজার ১৩০ জনকে জীবিকার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান; এবং	⇒ উক্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ১৩ বছরের উর্ধ্বে বয়সের ১৭ হাজার ৬০৪ জনকে জীবন কায়ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	⇒ শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ১৩ বছরের উর্ধ্বে বয়সের ১৫০০ জনকে জীবন কায়ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।
(গ) কর্মজীবী শিশু ও কিশোর-কিশোরী এবং তাদের পরিবারের অনুকূলে শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন এবং ঝুঁকিপূর্ণ জীবিকা থেকে শিশুদের রক্ষা করার লক্ষ্যে শহর ও জাতীয় পর্যায়ে এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম।	⇒ কর্মজীবী শিশু ও কিশোর-কিশোরী এবং তাদের পরিবারের অনুকূলে শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন এবং ঝুঁকিপূর্ণ জীবিকা থেকে শিশুদের রক্ষা করার লক্ষ্যে শহর ও জাতীয় পর্যায়ে এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।	--

৯.৩ **প্রকল্প পরিদর্শন:** গত ১২/১২/২০১৬ তারিখে প্রকল্পের কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এ সময়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়নের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

৯.৩.১ **জীবন দক্ষতা ভিত্তিক মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা:** অনুমোদিত ডিপিপিতে দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরে ১৬৬১৫০ জন শ্রমজীবী শিশুকে জীবনদক্ষতা ভিত্তিক মৌলিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১১১.০২ লক্ষ টাকা সংস্থান রাখা হয়। মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্প মেয়াদে ১৪৬৯৪২১ জন শ্রমজীবী শিশুকে বিভিন্ন এনজিও'র মাধ্যমে জীবনদক্ষতা ভিত্তিক মৌলিক শিক্ষা বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে ৫টি সাইকেলে ৪০ মাস ব্যাপী মৌলিক শিক্ষা (যেমন-লিখতে, পড়তে, গণনা করতে পারা ইত্যাদি) প্রদান করা হয়।

চিত্র: বিভিন্ন এনজিও'র মাধ্যমে পরিচালিত মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম।

এ বাবদ ২০০০৩.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। মৌলিক গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামভুক্ত চতুর্থ শ্রেণী পর্যায়ের দক্ষতা অর্জন করে বাস্তবিক জীবনে কাজ করে যাচ্ছে মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৪৫% এবং বাস্তব অগগ্রতি ৮৮.৪৪%।

৯.৩.২ **জীবিকায়ন দক্ষতা :** অনুমোদিত ডিপিপিতে দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরে ২০১৩০ জন শ্রমজীবী শিশুকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রদানের লক্ষ্যে ৬৮৩৩.৫০ লক্ষ টাকা সংস্থান রাখা হয়। মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্প মেয়াদে ১৮৬৩০ জন শ্রমজীবী শিশুকে বিভিন্ন এনজিও'র মাধ্যমে জীবিকায়ন দক্ষতা ভিত্তিক বিভিন্ন ট্রেডে (যেমন- ইনডাস্ট্রিয়াল সুইং, জুরির চুমকি, ট্রেইলারীং এন্ড ড্রেস মেকিং এবং বিউটিফিকেশন, টাইলস ফিটিংস, প্লাম্বিং, এমব্রয়ডারী, সেলাই প্রশিক্ষণ) প্রদান করা হয় এবং প্রকল্প মেয়াদে ১৮৬৩০ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং এ বাবদ ৫৯৩৮.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৮৭% ।

৯.৩.৩ **এডভোকেসি সোস্যাল মোবিলাইজেশন প্রোগ্রাম কমিউনিকেশন:** অনুমোদিত ডিপিপিতে এডভোকেসি সোস্যাল মোবিলাইজেশন প্রোগ্রাম কমিউনিকেশন খাতে বিভিন্ন প্রকার প্রোগ্রাম (যেমন- শিশু অধিকার, ৭টি ঝুকিপূর্ণ শিশুশ্রম প্রতিরোধ, সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ, ৯টি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, বিজয় দিবস, ৯টি স্বাধীনতা দিবস ৫টি জাতীয় শিশু দিবস যথাযথভাবে পালন) বাবদ ১০৮২.৯০ লক্ষ টাকা সংস্থান রাখা হয়। মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্প মেয়াদে বর্ণিত অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১৯টি প্রোগ্রাম সম্পন্ন করা হয় এবং এ বাবদ - ৯৮২.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯১% এবং বাস্তব অগগ্রতি ৭৯% ।

৯.৩.৪ **ক্যাপাসিটি বিল্ডিং :** অনুমোদিত ডিপিপিতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, জিও-এনজিও পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, ৬৬৪৬ জন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্যের (সিএমসি) প্রশিক্ষণ, ২০টি ইন কান্ট্রি স্টাডি ট্যুর, মৌলিক অফিস ব্যবস্থাপনা, শিশু-শ্রম, শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, MER format development training শিক্ষক সুপারভাইজার প্রশিক্ষণ, NGo & PIU staff প্রশিক্ষণ, Project planning, Development and management (PPDM) প্রশিক্ষণসহ বৈদেশিক শিক্ষা সফর সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২৩৩১.৫৮ লক্ষ টাকা সংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে উল্লিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এ খাতে ২১০২.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯০% ।

চিত্র: বিভিন্ন এনজিও'র মাধ্যমে পরিচালিত জীবিকায়ন দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

৯.৪ **পর্যবেক্ষণঃ**

৯.৫ **এক্সটার্নাল অডিটঃ** ফাপাড কর্তৃক অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৯.৬ **ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলীঃ** প্রকল্পের আওতায় যাবতীয় কার্যক্রম উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এ সংশ্লিষ্ট কোন ডকুমেন্ট প্রকল্প দপ্তরে পাওয়া যায়নি।

১০। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণ** : প্রকল্পের আওতায় শতভাগ শ্রমজীবী শিশুকে জীবিকায়ন দক্ষতা ও জীবন দক্ষতা ভিত্তিক মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা হয়নি বিধায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য শতভাগ অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

১১। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১১.১ আলোচ্য প্রকল্পটি মূলত ৬টি বিভাগীয় শহরে শ্রমজীবী শিশুদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত পিসিআর

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৬৬১৫০ জন কর্মজীবী শিশুকে মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প দপ্তর বর্ণিত সংখ্যাক শিশুদের কোন ডাটা বেইজ সংরক্ষণ করেননি। প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর কোন প্রকার ফলোআপ হয়নি। প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান নিয়ে কত সংখ্যক শিশু জীবনমুখী কোন কাজে সম্পৃক্ত আছে সে তথ্য প্রকল্প দপ্তর সংরক্ষণ করেননি। এটি কোন ভাবেই কাম্য নয়;

১১.২ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অংগের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে জিও এনজিও ভিত্তিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু প্রশিক্ষণার্থীদের কোন তালিকা প্রকল্প অফিসে সংরক্ষণ করা হয়নি। প্রশিক্ষণ লব্ধ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রকল্প দপ্তরে কর্মরত থেকে প্রকল্প পরিচালনা কার্যক্রমে সক্ষমতা অর্জন করেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়নি।

১২। সুপারিশঃ

১২.১ দশ বৎসরের অধিককাল মেয়াদে ২৯০২৭.০২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির মাধ্যমে মোট ১,৬৫,৫৭২ জন কিশোর-কিশোরীকে জীবন দক্ষতাভিত্তিক মৌলিক শিক্ষা ও জীবিকার জন্য দক্ষতা অর্জন সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অথচ প্রকল্প সমাপ্তির পর এর কার্যকারিতা বা ফলাফল মূল্যায়নের জন্য বা পরবর্তীতে এ কার্যক্রমটি চলমান রাখা/না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষিত কিশোর-কিশোরীদের কোনরূপ ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করা হয়নি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমজীবী শিশুদের ডাটা বেইজ সংরক্ষণ করতে হবে। প্রকল্পটি যেহেতু সমাপ্ত হয়েছে তাই সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সরকারি ব্যবস্থাপনায় এ কার্যক্রমটি সম্পাদন করতে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবে এবং তা নিশ্চিত করবে;

১২.২ অনুচ্ছেদ ১০.১ এর নির্দেশনার ভিত্তিতে প্রণীত ডাটা বেইজ-এর আলোকে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর শ্রমজীবী শিশুদের জীবন যাপন কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা ফলোআপ করতে হবে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় সমাপ্ত প্রকল্পটির একটি মূল্যায়ন করতে পারে;

১২.৩ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কারিগরী প্রশিক্ষণের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা কাজে লাগানোর লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১২.৪ উপরোক্ত অনুচ্ছেদ ১০.১ - ১০.২ এর আলোকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে তা অবহিত করবে।

''প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি (২য় পর্যায়)'' শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫)

১। প্রকল্পের অবস্থান : সারাদেশের ৭টি প্রশাসনিক বিভাগের ৬৪টি জেলার ৮৭টি শিশু কল্যাণ ট্রাস্টসহ (সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা ব্যতীত) সকল উপজেলা সকল ইউনিয়ন।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোট : ২৪৪২৩২.৪৮ জিওবি:২৪৪২৩২.৪৮ প্রঃ সাঃ --	মোট : ৫৬৮৭২৬.০৭ জিওবি:৫৬৮৭২৬.০৭ প্রঃ সাঃ --	মোট : ৫৫৮০৫২.১৫ জিওবি:৫৫৮০৫২.১৫ প্রঃ সাঃ --	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন,২০১৩	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন,২০১৫	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন,২০১৫	৯৮.১২ %	৪০%

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	জনবল	জনমাস	২৪৭২.০৭	১১৭ (৯৮২৮ জনমাস)	১৩৩৮.৩৫ (৫৪.১৪%)	৯৬(৮২%)
২.	ভ্রমণ ব্যয় ও যানবাহন	সংখ্যা	৯১.৫১	৪৮টি	৯১.৫১(১০০%)	৪৮(১০০%)
৩.	যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৫৮.২৫	৭৪টি	২৮.০৪(৪৮.১৪%)	৬০(৮১%)
৪.	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৫.০০	৩২টি	৫.০০(১০০%)	৩২(১০০%)
৫.	উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী	সংখ্যা	৫৪৩৬৭০.৭১	৭৮৭০১২৯ জন শিক্ষার্থী	৫৩৫০২৩.৮৫ (৯৮.৪০%)	৭৭৩০৫০০ জন (৯৮.২২%)
৬.	ব্যাংক সার্ভিস চার্জ এবং ভ্যাট	সংখ্যা	১৫৬২৮.৮২	৬টি ব্যাংক	১৫৩৮০.১৯ (৯৮.৪০%)	৬(১০০%)
৭.	ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সেমিনার এন্ড র‍্যালি	সংখ্যা	৬৩২.২৫	৪৮৫টি উপজেলা	৬১৪.৩২ (৯৭.১৬%)	৪৮৫টি উপজেলা (১০০%)
৮.	সোস্যাল মবিলাইজেশন	থোক	৩০৯.৩৮	থোক	১১০.১২ (৩৫.৫৯%)	--
৯.	মূল্যায়ন	সংখ্যা	৩৯.৯৯	২টি	৩৯.৫০ (৯৮.৭৭%)	২টি(১০০%)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১০.	অপারেশন ব্যয়	সংখ্যা	৪১০৯.৭১	৬২০০০টি বিদ্যালয়	৪০৪৬.৭৪ (৯৮.৪৬%)	- ৬২০০০টি বিদ্যালয় (১০০%)-
১১.	ওয়েব পেজ এন্ড ইন্টারনেট	সংখ্যা	৪৫.০০	১টি	০%	--
১২.	কন্টিনজেন্সি এবং বিবিধ ব্যয়	থোক	১৬৬৩.৩৮	থোক	১৩৭৪.৫৪ (৮২.৬৩%)	--
	সর্বমোট	--	**৫৬৮৭২৬.০৭**	--	**৫৫৮০৫২.১৫ (৯৮.১২%)**	**১০০%**

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** কোন উল্লেখযোগ্য কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ **পটভূমিঃ** সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীকে একীভূত করে দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের এক ইতিবাচক এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ কর্মসূচীর আওতায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি (২য় পর্যায়)-এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সন্তানদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির হার ও উপস্থিতি বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার রোধকরণ এবং শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে এ লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দরিদ্র পরিবারের শিশুদের ভর্তির হার ও ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি; ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধকরণ; প্রাথমিক শিক্ষা চক্রের সমাপ্তির হার বৃদ্ধি; প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের শিশু শ্রম রোধ ও দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

৭.৩ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** উপবৃত্তি প্রদান, জনবল, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা/সেমিনার, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ, মূল্যায়ন ও আনুষংগিক কার্যক্রম।

৭.৪ **অনুমোদন পর্যায় ও সংশোধনঃ** "প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটির বিবেচনার জন্য গত ০৯-০৪-২০০৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ০২-০৮-২০০৮ তারিখে একনেক সভায় ২৪৪২৩২.৪৮ লক্ষ টাকা (সম্পুর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৮ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে এবং ২০-১১-২০১১ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ করে। পরবর্তীতে মোট শিক্ষার্থীর ৪০% উপবৃত্তির সুবিধাভোগী নির্ধারণ করার পরিবর্তে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর দারিদ্র ম্যাপ অনুযায়ী উপবৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে প্রকল্পটির ১ম সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরপর ১৬-০৩-২০১০ তারিখের একনেক কর্তৃক ৪০৩৫০৩.৩৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একই মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। অত:পর শিশুকল্যান ট্রাস্টের ৭৯টি বিদ্যালয়ের ৫১৪৪৯ জন শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির আওতায় আনয়নের জন্য প্রকল্পটির ২য় বার সংশোধনের প্রয়োজন হয় এবং ২৫-০১-২০১১

তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং ২৩-০২-২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়।

এরপর ১৫০০ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তকরণ এবং এসব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উপবৃত্তি বিতরণ এবং প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির পাওয়ায় প্রকল্পের ৩য় সংশোধনের প্রয়োজন হয়। সর্বশেষ ১৯-০৯-২০১৩ তারিখের একনেক সভায় ৫৬৮৭২৬.০৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৮ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয় এবং ০৬-১০-২০১৩ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়।

৭.৫ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা গণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	কার্যকাল		প্রকল্প পরিচালকের ধরন
		আরম্ভ	শেষ	
১।	জনাব নজরুল ইসলাম খান যুগ্ম-সচিব	০১-০৭-২০০৮	০৯-১২-২০০৮	খন্ডকালীন
২।	জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ অতিরিক্ত সচিব	০৯-১২-২০০৮	০৯-০৩-২০০৯	খন্ডকালীন
৩।	জনাব আব্দুল কাদির যুগ্ম-সচিব	০৯-০৩-২০০৯	১১-১০-২০১২	পূর্ণকালীন
৪।	জনাব আব্দুল মান্নান যুগ্ম-সচিব	১১-১০-২০১২	১০-১২-২০১২	পূর্ণকালীন
৫।	জনাব ইরতিজা আহমেদ চৌধুরী যুগ্ম-সচিব	১০-১২-২০১২	৩০-০৬-২০১৫	পূর্ণকালীন

৭.৬ **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee, PIC সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;

(ঙ) নমুনায়নের (Sampling) ভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শন;

(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৮। **প্রকল্পের বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

৮.১ **আর্থিক অগ্রগতিঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				অবমুক্ত	জুন,২০১৫ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (%)			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব %		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০০৮-০৯	৪৮৮০০.০০	৪৮৮০০.০০	--	১০০%	৪৮৮০০.০০	৪৮৩৫৫.৫৫	৪৮৩৫৫.৫৫	--	৯৯.০৯%
২০০৯-১০	৫৭৪৮৪.০০	৫৭৪৮৪.০০	--	১০০%	৫৭৪৮৪.০০	৫৭৩৮৭.১৪	৫৭৩৮৭.১৪	--	৯৯.৮৩%
২০১০-১১	৮৬৫০০.০০	৮৬৫০০.০০	--	১০০%	৮৬৫০০.০০	৮৬৪৩৪.৬৪	৮৬৪৩৪.৬৪	--	৯৯.৯২%
২০১১-১২	৯০০০০.০০	৯০০০০.০০	--	১০০%	৯০০০০.০০	৮৯৯৬৩.৮১	৮৯৯৬৩.৮১	--	৯৯.৯৬%
২০১২-১৩	৯২৫০০.০০	৯২৫০০.০০	--	১০০%	৯২৫০০.০০	৯২২৩৬.২৬	৯২২৩৬.২৬	--	৯৯.৭১%
২০১৩-১৪	৮৯৮৪৮.০০	৮৯৮৪৮.০০	--	১০০%	৮৯৮৪৮.০০	৮৯৭৯৯.৭০	৮৯৭৯৯.৭০	--	৯৯.৯৫%
২০১৪-১৫	৯৪০০০.০০	৯৪০০০.০০	--	১০০%	৯৪০০০.০০	৯৩৮৭৫.০৫	৯৩৮৭৫.০৫	--	৯৯.৮৬%

৮.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য (Objectives as per PP)	**প্রকৃত অর্জন (Actual achievement)**
⇒ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দরিদ্র পরিবারের শিশুদের ভর্তির হার ও ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি; ⇒ ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধকরণ; ⇒ প্রাথমিক শিক্ষা চক্রের সমাপ্তির হার বৃদ্ধি; ⇒ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের শিশু শ্রম রোধ ও দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন; এবং ⇒ প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন করা;	⇒ ৭৭ লক্ষ ৩০ হাজার ৫শত জন শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান; ⇒ উপবৃত্তি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ভর্তি হার বৃদ্ধি ৭৮% থেকে ৯৭% এ উন্নীত; ⇒ সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে; ⇒ ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার হ্রাস পেয়ে ৩০% হতে ২৫% হয়েছে; ⇒ পাশের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৪২% হতে ৮৫% উন্নতি হয়েছে; ⇒ শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে; ⇒ সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে; ⇒ প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৯৫% এ উন্নতি হয়েছে; ⇒ উপবৃত্তির আওতায় বিদ্যালয়গুলোর ১০% শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েছে; ⇒ নারী ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে; ⇒ মায়েদের হাতে উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করায় ছাত্র-ছাত্রীদের সরাসরি উপকৃত হচ্ছে এবং মায়েদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার হার বৃদ্ধি পেয়েছে; ⇒ উপবৃত্তি প্রকল্পের কর্মকর্তাদের নিজস্ব মনিটরিং –এর জন্য বিদ্যালয়গুলোর সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নতি হয়েছে।

৮.৫ **<u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ</u>** প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলোঃ

<u>(ক) রাজস্ব খাতঃ</u>

জনবলঃ প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে ১১৭ জন (৯৮২৮ জনমাস) জনবলের বিপরীতে ২৪৭২.০৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ১১৭ জন (৯৮২৮ জনমাস) জনবলের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৩৩৮.৩৫ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৫৪.১৩%।

ভ্রমণ এবং যানবাহন ক্রয়ঃ প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে ভ্রমণ এবং ৪৮টি যানবাহন ক্রয় বাবদ ৯১.৫১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ১টি জীপ গাড়ী এবং ৪৭টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে এবং এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৯১.৫১ লক্ষ টাকা। এ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

যন্ত্রপাতিঃ প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে ৭৪টি যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ৫৮.২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন ধরনের ৬০টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে এবং এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ২৮.০৩ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৪৮.১৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮১%।

আসবাবপত্রঃ প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে ৩২টি আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৩২টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে এবং এ বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

উপবৃত্তিঃ প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে ৭৮৭০১২৯ জন শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি বাবদ ৫৪৩৬৭০.৭১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৭৭৩০৫০০ জন ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে এবং এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৫৩৫০২৩.৮৫ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৪০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.২২%।

ব্যাংক সার্ভিস চার্জ এবং ভ্যাটঃ প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে ৬টি ব্যাংক-এর ব্যাংক সার্ভিস চার্জ ও ভ্যাট বাবদ ১৫৬২৮.৮২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৬টি ব্যাংক-এর ব্যাংক সার্ভিস চার্জ ও ভ্যাট বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৫৩৮০.১৯ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৪০%।

ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সেমিনার এন্ড র‍্যালিঃ প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে ৪৮৫টি উপজেলায় ট্রেনিং,ওয়ার্কশপ, সেমিনার এন্ড র‍্যালি বাবদ ৬৩২.২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৪৮৫টি উপজেলায় ট্রেনিং,ওয়ার্কশপ, সেমিনার এন্ড রেলী বাবদ ৬১৪.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.১৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

সোসাল মবিলাইজেশনঃ প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে সোসাল মবিলাইজেশন খাতে থোক হিসেবে ৩০৯.৩৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে সোসাল মবিলাইজেশন বাবদ ব্যয় হয়েছে ১১০.১২ লক্ষ টাকা। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৩৫.৫৯%।

মুল্যায়নঃ প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে ২টি মূল্যায়ন বাবদ ৩৯.৯৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ২টি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন (বিইটিএস মাধ্যমে ২০১১ সালে এবং বিআইডিএস এর মাধ্যমে ২০১৫ সালে) সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৩৯.৫০ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৭৭%।

অপারেশন ব্যয়ঃ প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে ৬২০০টি বিদ্যালয় অপারেশন ব্যয় বাবদ ৪১০৯.৭১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৬২০০টি বিদ্যালয় অপারেশন কার্যক্রম বাবদ ব্যয় হয়েছে ৪০৪৬.৭৪ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৪৬%।

ওয়েব পেজ এন্ড ইন্টারনেটঃ প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে ৪৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ১টি ওয়েব পেজ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করার কথা থাকলেও এ খাতে কোন ব্যয় করা হয়নি।

কন্টিনজেন্সি এবং বিবিধ ব্যয়ঃ প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে কন্টিনজেন্সি এবং বিবিধ ব্যয় বাবদ থোক হিসেবে ১৬৬৩.৩৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে কন্টিনজেন্সি এবং বিবিধ ব্যয় হয়েছে ১৩৭৪.৫৪ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৮২.৬৩%।

৮.৬ **পর্যবেক্ষণঃ**

৮.৭ **মনিটরিং:** প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত মনিটরিং কর্মকর্তা এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হয়েছে।

৮.৮ **অভ্যন্তরীণ অডিটঃ** প্রকল্প মেয়াদে কোন অভ্যন্তরীণ অডিট সম্পন্ন করা হয়নি।

৮.৯ **এক্সটার্নাল অডিটঃ** প্রকল্প মেয়াদে ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রকল্পের কার্যক্রম অডিটপূর্বক যথাক্রমে ২৫-০৭-২০১১ তারিখ হতে ১৩-০৫-২০১৩ তারিখে রিপোর্ট পেশ করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছরের ১টি এবং ২০১০-১১ অর্থবছর ২টি আপত্তি উত্থাপন করা হয়। সে আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করা হয় মর্মে পিসিআরএ জানা যায়। তবে ২০১১-১২ অর্থবছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর প্রকল্পের কোন অডিট করানো হয়নি।

৮.১০ **ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলীঃ** প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য নিম্নের ছকে দেয়া হলঃ

ক্র: নং	কাজের নাম ও প্যাকেজের নাম	ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ	যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে তার নামও তারিখ	NOA জারী করার তারিখ ও ফার্মের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য, (ভেরিয়েশন হলে সংশোধিত চুক্তি মূল্য দিতে হবে)	কাজ শুরু করার তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
১.	১টি জীপ গাড়ী	সরাসরি	--	১৮/০৪/২০১০ প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	৪০০০০০০.০০	৩৯৯৬০০০.০০	১৮/৪/২০১০	৬/৮/২০১০
২.	২৩০টি মোটর সাইকেল	সরাসরি	--	২৩/০৫/২০১০ এটলাস বাংলাদেশ লিঃ	৩৩০০০০০.০০	৩২৮৫০০০.০০	২৩/৫/২০১০	২৪/৫/২০১০
৩.	১৭টি মোটর সাইকেল	সরাসরি	--	২৮/০৩/২০১১ এটলাস বাংলাদেশ লিঃ	১৮৭০০০০.০০	১৮৭০০০০.০০	২৮/৩/২০১১	০৭/৪/২০১১
৪.	আসবাবপত্র ক্রয়	কোটেশন	--	২৪/০৫/২০০৯ ফয়সল এন্টারপ্রাইজ	২০০০০০.০০	১৭৯২৬০.০০	২৪/৫/২০০৯	৮/৬/২০০৯
৫.	আসবাবপত্র সরবরাহ	কোটেশন	--	১৯/০৬/২০১৪ মেসার্স আহমেদ আলী ট্রেডার্স	৩৫০০০০.০০	৩১২৫০০.০০	১৯/৬/২০১৪	২৬/৬/২০১৪
৬.	স্টেশনারী ক্রয়	কোটেশন	--	২৫/০৫/২০১৪ এ্যাসোট প্লাস লিঃ	৫০০০০০.০০	৪৯৪৬৮০.০০	১২/৫/২০১৪	২৫/৫/২০১৪
৭.	আসবাবপত্র মেরামত	কোটেশন	--	০৯/০৬/২০১৪ মেসার্স আহমেদ আলী ট্রেডার্স	৩০০০০০.০০	২৭৭৭৫০.০০	৯/৬/২০১৪	১৫/৬/২০১৪
৮.	স্টেশনারী ক্রয়	কোটেশন	--	২৫/৫/২০১৪ এ্যাটলাস এ্যাসোট গ্লাস লিঃ	২০০০০০.০০	১৯৯৪০০.০০	৩১/৩/২০১১	৭/০৪/২০১১

ক্র: নং	কাজের নাম ও প্যাকেজের নাম	ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ	যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে তার নামও তারিখ	NOA জারী করার তারিখ ও ফার্মের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য, (ভেরিয়েশন হলে সংশোধিত চুক্তি মূল্য দিতে হবে)	কাজ শুরু করার তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
৯.	আসবাবপত্র মেরামত	কোটেশন	--	০৪/০৫/২০১১ ইসলাম এন্টারপ্রাইজ	২০০০০০.০০	২৭৭৭৫০.০০	৯/৬/২০১৪	১৫/৬/২০১৪
১০.	কম্পিউটার, প্রিন্টার ক্রয়	কোটেশন	--	৩১/০৩/২০১১ স্মার্ট কম্পিউটার	২০০০০০.০০	১৯৯৪০০.০০	৩১/০৩/২০১১	৭/৪/২০১১
১১.	স্টেশনারী ক্রয়	কোটেশন	--	০৪/০৫/২০১১ ইসলাম এন্টারপ্রাইজ	২০০০০০.০০	১৯৪২৯০.০০	৪/৫/২০১১	১২/৫/২০১১

৯। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণ** : প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

৯.১ **দেশের সকল অসচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েদেরকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। অসচ্ছল পরিবার বলতে** নিম্নবর্ণিত পরিবারসমূহকে বুঝানো হয়েছে:

- দু:স্থ মহিলা প্রধান পরিবার (বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত বা স্বামী থেকে পৃথক)
- দিন মজুর
- অসচ্ছল পেশাজীবী (যেমন- জেলে, কামার, কুমার, মুচি, তাঁতী ইত্যাদী)
- ভুমিহীন পরিবার
- প্রতিবন্ধী
- আদিবাসী অসচ্ছল পরিবার।

৯.২ **উপবৃত্তির অর্থ প্রাপ্তির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ :**

- প্রকল্পের পরিপত্র অনুযায়ী দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা সুবিধাভোগী হিসেবে বিবেচিত হবে।
- উপবৃত্তির অর্থ দেয়া হয় সুবিধাভোগী **শি**ক্ষার্থীর মাতাকে; মাতার অবর্তমানে পিতা এবং উভয়ের অবর্তমানে আইনানুগ অভিভাবককে।
- এক সন্তান বিশিষ্ট পরিবারের সন্তানকে স্কুলে পড়ানোর জন্য মাসে ১০০/- টাকা এবং একাধিক সন্তানবিশিষ্ট পরিবারের সন্তানের জন্য পাবেন ১২৫/- টাকা।
- প্রধান শিক্ষক ও এস এম সি সদস্যগণ সভার মাধ্যমে প্রতি বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হবার পর পরিপত্রে বর্ণিত শর্তাবলীর আলোকে সুবিধাভোগী তালিকা প্রস্তুত করেন।
- প্রস্তুতকৃত/নির্বাচিত সুবিধাভোগীর তালিকা সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক স্বাক্ষর করে ২টি রেজিস্টার্ড আকারে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করেন। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার উক্ত তালিকা যাচাই বাছাই করে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করেন এবং পরবর্তীতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাতে স্বাক্ষর করেন।
- প্রথম শ্রেণী ব্যতিত সকল সুবিধাভোগী বার্ষিক পরীক্ষায় গড়ে ৩৩% না পেলে পরবর্তী বছর সুবিধাভোগী হিসেবে বিবেচিত হন না।

- উপবৃত্তির অর্থ প্রাপ্তির জন্য সকল সুবিধাভোগীকে মাসে ৮৫% হাজিরা থাকতে হয়। নতুবা তিনি উক্ত মাসের উপবৃত্তির অর্থ হতে বঞ্চিত হন।
- অনুকূল আবহাওয়ার দিনে পরিদর্শনকালে যদি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর গড় হাজিরা ৬০% কম হলে; সে স্কুলে উপবৃত্তি সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়।
- সুবিধাভোগীর তালিকা প্রস্তুত করার পর উপজেলা শিক্ষা অফিসার সকল বিদ্যালয় হতে চাহিদা গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্ধারিত ব্যাংকে প্রতি সুবিধাভোগী মায়ের জন্য একটি গোলাপী কার্ড ও একটি সাদা কার্ডের চাহিদা প্রেরণ করেন।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উক্ত চাহিদার আলোকে উপজেলার সকল বিদ্যালয়ে কার্ড সরবরাহ করেন। গোলাপী কার্ডটি সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীর মায়ের এবং সাদা কার্ডটি ব্যাংকের কপি হিসেবে বিবেচিত।
- প্রতিটি কার্ডে সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীর নাম, শ্রেণী, রোল নং এবং পিতা মাতার নাম ঠিকানা ও অর্থ গ্রহণকারী মাতা/পিতা/অভিভাবকের দুইটি ছবি প্রধান শিক্ষক কর্তৃক সত্যায়ণপূর্বক কার্ডের নির্ধারিত স্থানে সংযুক্ত করা হয়।
- প্রতি তিন মাস পর পর প্রধান শিক্ষকের মাসভিত্তিক ৮৫% উপস্থিতির তালিকা ও অর্থের চাহিদা শিক্ষা অফিস হতে প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- প্রকল্প কার্যলয় হতে সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্ধারিত ব্যাংকে অর্থ বরাদ্দ প্রেরণের পর জেলা পর্যায়ে কর্মরত প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং ব্যাংক ব্যবস্থাপক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপবৃত্তি বিতরণের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন।
- উক্ত তালিকা অনুসারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কয়েকটি বিদ্যালেয়র সমন্বয়ে গঠিত ক্যাম্পে সাদা কার্ডসহ উপবৃত্তির অর্থসহ উপস্থিত জন, সুবিধাভোগী মায়েদের হাতে গোলাপী কার্ডের সাথে সাদা কার্ডের ছবি মিলিয়ে এবং তাদের স্বাক্ষর মিলিয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করেন।

১০.০ **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** মানিকগঞ্জ জেলার কার্য ক্রম গত ০৫-১১-২০১৫ তারিখে, নরসিংদী জেলার কার্যক্রম ১৭-১১-২০১৫ তারিখে এবং মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া ও কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার কার্যক্রম ১৯-১১-২০১৫ তারিখে এবং নোয়াখালীর জেলার হাতিয়া ও ভোলা জেলার মনপুরা উপজেলার কার্যক্রম ২১-১১-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় । এ সময়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন । প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়নের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ক) **মানিকগঞ্জ জেলাঃ**

গত ০৫-১১-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজ মিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দৌলতপুর উপজেলার সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১০.১ **গাজী ছাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ**

বিদ্যালয়টি মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলার কলিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত। গত ০৫-১১-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। বিদ্যালয়টি ১৯৯৪ সালে ৩৩ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ১০০ জন তন্মধ্যে ৫৪ জন ছাত্র এবং ৪৬ জন ছাত্রী। বিদ্যালয়ে মোট ৪ জন শিক্ষক রয়েছে তন্মধ্যে ১ জন পুরুষ। ডব্লিউএফপি কতৃক প্রণীত Poverty Map অনুসারে অত্র উপজেলায় সুবিধাভোগী নির্বাচনের হার ৫০%। সে আলোকে বিদ্যালয়ের নির্বাচিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৫০ জন। যার মধ্যে ২৪ জন ছাত্র এবং ২৬ জন

ছাত্রী। পরিদর্শনের দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার ছিল ৬৫%। উপবৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী ৮৫% উপস্থিতি থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উপস্থিতি রেজি ষ্টার পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তা নিয়মিত ও সঠিকভাবে হালনাগাদ করা হয় না। উপস্থিতি রেজি ষ্টারে বিভিন্ন স্থানে ঘষামাজা এবং ফ্লুইড ব্যাবহার করতে দেখা গেছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীসংখ্যা কম হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিদ্যালয়ের প্র ধান শিক্ষক কোন সদুত্তর দিতে পারে ননি। তবে উপবৃত্তি সংক্রান্ত রেজিস্টার পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, যে মাসে উপবৃত্তি সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীর ৮৫% উপস্থিতি নেই সে মাসে উপবৃত্তি দেয়া হয়নি। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক সুবিধাভোগীর তালিকা যাচাইপূর্বক স্বাক্ষরিত পাওয়া গিয়েছে। ২০১৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ১২জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ১১ জন কৃতকার্য হলেও কোন শিক্ষার্থী বৃত্তি পায়নি।

চিত্র-১ গাজী ছাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

১০.২ ৪১ নং মান্দারতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিদ্যালয়টি মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলার চক মিরপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। গত ০৫-১১-২০১৫ তারিখে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করা হয়। বিদ্যালয়টি ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে মোট ৬৫ শতাংশ জমি রয়েছে। বিদ্যালয়ে মোট ৪৮৪ জন শিক্ষার্থী রয়েছে তন্মধ্যে ২৬১ জন ছাত্র ও ২২৩ জন ছাত্রী। বিদ্যালয়ে অনুমোদিত শিক্ষক পদের সংখ্যা ১১টি বর্তমানে ১০ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছে। Poverty Map অনুসারে উক্ত উপজেলায় সুবিধাভোগী নির্বাচনের হার ৫০%। সে আলোকে উক্ত বিদ্যালয়ে নির্বাচিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২৪২ জন। বিদ্যালয় পরিদর্শনের দিন উপস্থিতির হার ছিল ৯২%। পরিদর্শনকালে বিদ্যালয়টির ভর্তি রেজিষ্টার্ড, ফলাফল রেজিষ্টার্ড, অনুমোদিত সুবিধাভোগীর তালিকা যাচাই বা ছাই করা হয় । রেজিস্টারসমূহে বিশেষ করে উপস্থিতি রেজিষ্টারে কিছু জায়গায় ঘষামাজা এবং ফ্লুইড ব্যবহার করতে দেখা গেছে। তবে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক সুবিধাভোগীর তালিকা যাচাইপূর্বক স্বাক্ষরিত পাওয়া গেছে এবং সার্বিকভাবে সকল রেজিস্টা র মোটামুটি সন্তোষজনকভাবে সংরক্ষণ করতে দেখা গেছে। সুবিধাভোগীর পরিবারের মাঝে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণের জন্য অনুমোদিত তালিকা অনুসারে প্রতিটি সুবিধাভোগীর নির্ধারিত কার্ডগুলো যাচাই বাছাই করা হয়। বিদ্যালয়টি উপবৃত্তির অর্থ বিতরণের কেন্দ্র বলে জানা যায়। সমগ্র উপজেলায় সোনালী ব্যাংক লিঃ, দৌলতপুর শাখা, মানিকগঞ্জ কর্তৃক উপবৃত্তির অর্থ তিন মাস পর পর নির্ধারিত কেন্দ্রে সরাসরি সুবিধাভোগী মায়েদের হাতে প্রদান করা হয়। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তাগণ সঠিক সময়ে কেন্দ্রে আসেন না মর্মে এসএমসি'র সভাপতি এবং প্রধান শিক্ষক নিকট হতে

অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রধান শিক্ষক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের উপবৃত্তির কার্যক্রম আরো গতিশীল করার জন্য অনুরোধ জানান। প্রধান শিক্ষকের দক্ষতা ও ম্যানেজিং কমিটির সহায়তায় বিদ্যালয়টির পরিবেশ এবং কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। ২০১৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ১০৫ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে শতভাগ কৃতকার্য হয় তন্মধ্যে ৫ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পায়।

চিত্র-২: ৪১ নং মান্দারতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

খ) নরসিংদী জেলাঃ

গত ১৭-১১-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক নরসিংদী জেলার বেলাব ও মনোহরদী উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বেলাব ও মনোহরদী উপজেলার সংশ্লিষ্ট সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১০.৩ ১৩নং লাখপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

বিদ্যালয়টি নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার আমলাব ইউনিয়নে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি ১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ বেশ প্রাচীন একটি বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি ০১-০৭-১৯৭৩ সালে জাতীয়ক রণ করা হয়েছে। জমির মোট পরিমাণ ৪০ শতাংশ। বিদ্যালয়ের অনুমোদিত শিক্ষক পদের সংখ্যা ৬টি, কর্মরত আছেন ৫ জন। প্রধান শিক্ষক বর্তমানে প্রশিক্ষণ গ্রহণরত। বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা শিশুশ্রেণীসহ ২২৬ জন; তন্মধ্যে ১১৯ জন ছাত্র এবং ১০৭ জন ছাত্রী। poverty map অনুসারে বেলাব উপজেলায় উপবৃত্তি গ্রহণের জন্য সুবিধাভোগী নির্বাচনের হার ৪৫%। সে অনুযায়ী আলোচ্য বিদ্যালয়ে নির্বাচিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৮৬ জন, যার মধ্যে ছাত্র ৩২ জন এবং ছাত্রী ৫৪ জন। পরিদর্শনের দিন মোট ৮৪ জন, যার মধ্যে ছাত্র ৩২ জন এবং ছাত্রী ৯৩ জন ছাত্রীকে উপস্থিত দেখা গেছে। অর্থাৎ উপস্থিতির হার ৭৮%। পরিদর্শনকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ভর্তি রেজিস্টার , উপস্থিতি রেজিষ্টার , পরীক্ষণ ফলাফলের রেজিস্টার , সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত সুবিধাভোগীর তালিকা পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া তালিকা অনুসারে প্রতিটি সুবিধাভোগীর নির্ধারিত কার্ড পরীক্ষা করা হয়। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি রেজিষ্টারে ফ্লুইড ও লালকালির সংশোধনী দেখা গেছে। এছাড়া উপস্থিতির ঘর ফাঁকা রাখা হয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে।

১০.৪ শুকুন্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

পরিদর্শিত প্রাথমিক বিদ্যালয়টি নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দি ইউনিয়নে অবস্থিত। মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩১৭ জন যার মধ্যে ছাত্র ১৬২ জন এবং ছাত্রী ১৫৫ জন। বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষক সংখ্যা ১০ জন, এদের মধ্যে

মহিলা শিক্ষক ০৬ জন। এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষ ক এম.কম পাশ এবং সি -ইন-এড। একজন দক্ষ শিক্ষক হিসেবে তিনি "শ্রেষ্ঠ শিক্ষক" হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। পোভার্টি ম্যাপ অনুযায়ী মনোহরদী উপজেলায়ও উপবৃত্তি সুবিধাভোগী নির্বাচনের হার ৪৫% অর্থাৎ উপবৃত্তি গ্রহণকারী শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৪২ জন। পরিদর্শনের দিন মোট শিক্ষার্থীর ৭৮% উপস্থিত ছিল এবং উপবৃত্তি গ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীকেই উপস্থিত পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ের ভর্তি রেজিস্টার, হাজিরা খাতা, ফলাফল রেজিস্টার, সুবিধাভোগী অনুমোদিত তালিকা ও সুবিধাভোগী কার্ড পরীক্ষা করে দেখা হয়। কোন রকম অসংগতি পরিলক্ষিত হয়নি।

বিদ্যালয়ের মোট ০৩ টি ভবন রয়েছে, যার মধ্যে ০১ টি পরিত্যক্ত। মোট শ্রেণীকক্ষ ০৭ টি এবং শিক্ষক কক্ষ হিসেবে একটি কক্ষ ব্যবহৃত হচ্ছে। বিদ্যালয়ের গত ০৩ (তিন) বছরের সমাপনী পরীক্ষার পাশের হার শতভাগ এবং ট্যালেন্ট পুলে গত ০২ বছরে ০২ জন বৃত্তি পেয়েছে এবং ০২ জন সাধারণ বৃত্তি পেয়েছে।

বিদ্যালয় ভবনটি মূল সড়কের উপর অবস্থিত হওয়ায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা প্রয়োজন মর্মে অনুভূত হয়েছে। এছাড়া, জুলাই, ২০১৫ মাস থেকে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম বন্ধ থাকায় অভিভাবকগণের নিকট থেকে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে মর্মে অবহিত করা হয়। উপবৃত্তির অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য তা সুফল বয়ে আনতো মর্মে অভিভাবকদের পক্ষ হতে প্রধান শিক্ষক মত ব্যক্ত করেন। অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব না হলে শতভাগ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির আওতায় আনার জন্য প্রয়াস নেয়ার অনুকূলে প্রধান শিক্ষকের পক্ষ থেকে আবেদন জানানা হয়েছে।

গ) মুন্সীগঞ্জ জেলাঃ

গত ১৯-১১-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক মুন্সীগঞ্জ জেলা র গজারিয়া উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে গজারিয়া উপজেলার সংশ্লিষ্ট সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১০.৪ ১৯নং লক্ষীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিদ্যালয়টি মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার ভবেরচর ইউনিয়নে অবস্থিত। গত ১৯-১১-২০১৫ তারিখে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করা হয়। ১৯২০ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ে মোট জমির পরিমান ৩৩ শতাংশ। প্রাক - প্রাথমিক সহ বিদ্যালয়ে মোট ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩১৭ জন। যার মধ্যে ১৪৫ জন ছাত্র এবং ১৭২ জন ছাত্রী। বিদ্যালয়ে বর্তমানে ১০ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছে। ডব্লিউএফপি কর্তৃক প্রণীত Poverty map অনুসারে উক্ত উপজেলায় সুবিধাভোগী নির্বাচনের হার ৪৫%। সে আলোকে বিদ্যালয়ের নির্বাচিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১৪২ জন। যার মধ্যে ৬৮ জন ছাত্র এবং ৭৪ জন ছাত্রী। পরিদর্শনের দিনে বিদ্যালয়ে ৮৭% শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। তবে সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীরা প্রায় শতভাগ উপস্থিত ছিল। পরিদর্শনকালে বিদ্যালয়টির ভর্তি রেজিষ্টার, ফলাফল রেজিষ্টার, অনুমোদিত সুবিধাভোগীর তালিকা পরীক্ষা করা হয়। রেজিস্টার্ড সমূহে বিশেষ করে উপস্থিতি রেজিস্টারে কিছু জায়গায় ঘষামাজা এবং ফ্লুইড ব্যবহার করতে দেখা গেছে। তবে সার্বিকভাবে সকল রেজিস্টার্ড মোটামুটি সন্তোষজনকভাবে সংরক্ষণ করতে দেখা গেছে। প্রধান শিক্ষক জানান যে, উপবৃত্তি সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসেন তবে যারা উপবৃত্তির সুবিধাভোগী নন তারা বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসে না। তিনি শতভাগ ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদানের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। ২০১৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৬১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে শতভাগ কৃতকার্য হয় তন্মধ্যে ১ জন শিক্ষার্থী সাধারন গ্রেডে বৃত্তি পায়। বিদ্যালয়ে পানি

সমস্যা নেই কিন্তু টয়লেট সমস্যা রয়েছে। টয়লেট সমস্যা দূর করার জন্য পিইডিপি -৩ প্রকল্পের আওতায় একটি ওয়াশ ব্লক নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

চিত্র-৩: ১৯নং লক্ষীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

১০.৫ ভবেরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

মুন্সীগঞ্জ জেলা র গজারিয়া উপজেলায় ভবেরচর ইউনিয়নে বিদ্যালয়টি অবস্থিত। গত ১৯-১১-২০১৫ তারিখে এটি পরিদর্শন করা হয়। ১৯৩৯ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ে মোট জমির পরিমাণ ৩৩ শতাংশ। প্রাক - প্রাথমিকসহ বিদ্যালয়ে মোট ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩ ০৩ জন। যার মধ্যে ১৫৩ জন ছাত্র এবং ১৫০ জন ছাত্রী। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ০৯ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছে। ডব্লিউএফপি কর্তৃক প্রণীত Poverty map অনুসারে উক্ত উপজেলায় নির্বাচিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১ ৩৬ জন তন্মধ্যে ৬ ৫ জন ছাত্র এবং ৭১জন ছাত্রী। পরিদর্শনের দিন ৮৪% শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। তবে সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী প্রায় ৯৯% ভাগ উপস্থিত ছিল। প্রধান শিক্ষক জানান যে, উপবৃত্তি সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকলেও যারা উপবৃত্তির সুবিধাভোগী নন তারা বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত থাকে না। শতভাগ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেয়া হলে উপস্থিতির সার্বিক হার আরও বাড়বে মর্মে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। পরিদর্শনকালে বিদ্যালয়টির ভর্তি রেজিষ্টার , ফলাফল রেজিষ্টা র, অনুমোদিত সুবিধাভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই করা হয়। রেজিস্টার্ড সমূহে বিশেষ করে উপস্থিতি রেজিস্টারে র কিছু জায়গায় ঘষামাজা, ফ্লুইড ব্যবহার এবং gap রাখতে দেখা গেছে। বিদ্যালয়ের পড়াশোনার মান সন্তোষজনক এবং প্রধান শিক্ষককে এ ব্যাপারে অনেক আন্তরিক মনে হয়েছে। ২০১৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৬১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে শতভাগ কৃতকার্য হয় তন্মধ্যে ২ জন শিক্ষার্থী ট্যালেন্টপুলে এবং ২ জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পায়। বি দ্যালয়টি ডাবল শিফটের এবং এটিতে একটি মাত্র দ্বিতল ভবন রয়েছে যাতে মাত্র ৫টি শ্রেণীকক্ষ বিদ্যমা ন। ৩০৩ জন শিক্ষার্থীর অনুকূলে মাত্র ৫টি শ্রেনীকক্ষ অপ্রতুল মনে হয়েছে। ভবনটির বিভিন্ন জায়গায় দেয়ালের আস্তরণ উঠে গেছে , দ্বিতীয় তলার ফ্লোরের একটি জায়গায় ভাঙা অবস্থায় দেখা গেছে এবং বর্ষার মৌসুমে ছাদ থেকে পানি চুঁইয়ে দ্বিতীয় তলায় চলে আসে মর্মে পরিদর্শনে জানা যায়। এজন্য বিদ্যালয়ে পুরানো ভবনটি সংস্কারের পাশাপাশি নতুন একটি বিদ্যালয় ভবন নির্মান করা অত্যাবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিদ্যালয়ের পাশেই বাজার এবং বাজার সংলগ্ন অথাৎ স্কু লের সামনে গরুর হাট বসে। বিদ্যালয়ে পানি সমস্যা নেই কিন্তু টয়লেট সমস্যা রয়েছে। ৩০৩ জন শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র দুটি টয়লেট রয়েছে। টয়লেট সমস্যা দূর করার জন্য পিইডিপি -৩ প্রকল্পের আওতায় একটি ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা যেতে পারে।

চিত্র-৪: ভবেরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

ঘ) কুমিল্লা জেলাঃ

গত ১৯-১১-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দাউদকান্দি উপজেলার সংশ্লিষ্ট সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১০.৬ সুন্দলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

বিদ্যালয়টি কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলায় সুন্দলপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি গত ১৯-১১-২০১৫ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। বিদ্যালয়ে মোট জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ তবে বর্তমানে ৭১ শতাংশ জমি বেদখল অবস্থায় আছে। প্রা ক-প্রাথমিকসহ বিদ্যালয়ে মোট ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫৭৮ জন। যার মধ্যে ২৭৩ জন ছাত্র এবং ৩০৫ জন ছাত্রী। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা ১৩ জন হলে বর্তমানে ১১জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছে। ডব্লিউএফপি কর্তৃক প্রণীত Poverty map অনুসারে উক্ত উপজেলায় সুবিধাভোগী নির্বাচনের হার ৪৫%। সে আলোকে বিদ্যালয়ের নির্বাচিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২৪০ জন তন্মধ্যে ১০১ জন ছাত্র এবং ১৩৯ জন ছাত্রী। পরিদর্শনের দিন মোট শিক্ষার্থীর ৮৯% উপস্থিত ছিল। পরিদর্শনকালে ভর্তি রেজি ষ্টার, ফলাফল রেজি ষ্টার, ছাত্র-ছাত্রী হাজিরা এবং সুবিধাভোগীর কার্ডসহ সকল নথিপত্র পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষান্তে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি বরং এ বিদ্যালয়ের সকল রেজিষ্টার পরিচ্ছন্ন এবং নির্ভুল অবস্থা য় পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ে পড়াশোনা র মান সন্তোষজনক। ২০১৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ১৭৯ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে শতভাগ কৃতকার্য হয় তন্মধ্যে ২ জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পায় এবং ২০১৩ সালে ১০ জন শিক্ষার্থী টেলেন্টপুলসহ মোট ১৪ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে।

১০.৭ দশপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিদ্যালয়টি কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলায় সুন্দলপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টি গত ১৯-১১-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। বিদ্যালয়টির মোট জমির পরিমাণ ১.৪৪ একর। প্রাক -প্রাথমিকসহ বিদ্যালয়ে মোট ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩৭০ জন। বিদ্যালয়ে ৮জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছে। ডব্লিউএফপি কর্তৃক প্রণীত Poverty map অনুসারে উক্ত উপজেলায় নির্বাচিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১৬৬ জন তন্মধ্যে ৮৬ জন ছাত্র এবং ৮০ জন ছাত্রী। পরিদর্শনের দিন বিদ্যালয়ে ৭২% শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। পরিদর্শনকালে ভর্তি রেজি ষ্টার, ফলাফল রেজি ষ্টার, ছাত্র-ছাত্রী হাজিরা এবং সুবিধাভোগীর কার্ডসহ সকল নথিপত্র পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষান্তে ছাত্র-ছাত্রী হাজিরা খাতার অনেক ঘষামাজা ও ফ্লুইড ব্যবহার করা হয়েছে এবং বিদ্যালয় হাজিরা খাতা হালনাগাদ অবস্থায় পাওয়া যায়নি। বিদ্যালয়টিতে ২০১৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৭১জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে শতভাগ কৃতকার্য হয় তন্মধ্যে ১ জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পায়।

চিত্র-৫: দশপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

১০.৮ ৬২নং ইছাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিদ্যালয়টি কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলায় বারপাড়া ইউনিয়নে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ১৯-১১-২০১৫ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। বিদ্যালয়ে মোট জমির পরিমাণ ৭৪ শতাংশ। প্রাক-প্রাথমিকসহ বিদ্যালয়ে মোট ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪৩৫ জন। যার মধ্যে ২২৪ জন ছাত্র এবং ২১১ জন ছাত্রী। বিদ্যালয়ে ৮জন শিক্ষকের মধ্যে ৭জন কর্মরত রয়েছে। ডব্লিউএফপি কর্তৃক প্রণীত Poverty map অনুসারে বিদ্যালয়ের নির্বাচিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১৮২ জন। পরিদর্শনের দিনে বিদ্যালয়ে ৮৬% শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। পরিদর্শনকালে ভর্তি রেজি ষ্টার, ফলাফল রেজি ষ্টার, ছাত্র-ছাত্রী হাজিরা এবং সুবিধাভোগীর কার্ডসহ সকল নথিপত্র পরিচ্ছন্ন এবং হালনাগাদ পাওয়া যায়।

২০১৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৫৪ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে শতভাগ কৃতকার্য হয় তন্মধ্যে ৩ জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পায়।

চিত্র-৬: ৬২নং ইছাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়:

ঙ) নোয়াখালী জেলাঃ

গত ২১-১১-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে হাতিয়া উপজেলার সংশ্লিষ্ট সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১০.৯ পূর্ব জোড়খালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়:

বিদ্যালয়টি নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় তমরদ্দি ইউনিয়নে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ২১-১১-২০১৫ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। বিদ্যালয়ে মোট জমির পরিমাণ ৬৬ শতাংশ। প্রাক -প্রাথমিকসহ বিদ্যালয়ে মোট ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যার মধ্যে ১১৪ জন ছাত্র এবং ১৫২ জন ছাত্রী। বিদ্যালয়ে ৬জন কর্মরত রয়েছে। ডব্লিউএফপি কর্তৃক প্রণীত Poverty map অনুসারে উক্ত উপজেলায় সুবিধাভোগী নির্বাচনের হার ৭৫%। সে আলোকে বিদ্যালয়ের নির্বাচিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১৩৫ জন। পরিদর্শনের দিনে বিদ্যালয়ে মাত্র ৫৪% শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। উপস্থিতির হার কম হওয়ার কারণ সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক জানান যে, এ অঞ্চলটি হাতিয়া উপজেলার একটি অবহেলিত ও অনুন্নত অঞ্চল এখানকার অধিকাংশ পরিবার মাছ ধরার সাথে জড়িত। তাই যে সকল শিক্ষার্থী উপবৃত্তি সুবিধা পায়না তারা মাছ ধরতে যায় বিধায় নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়না। তিনি শতভাগ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদানের জন্য অনুরোধ জা নান। অধিকাংশ শিক্ষার্থী পরিদর্শনকালে ভর্তি রেজিষ্টার, ফলাফল রেজিষ্টার, ছাত্র-ছাত্রী হাজিরা এবং সুবিধাভোগীর কার্ডসহ নথিপত্র হালনাগাদ অবস্থায় পাওয়া যায়নি । ২০১৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ১২ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে শতভাগ কৃতকার্য হয় তন্মধ্যে ২জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পায়। বিদ্যালয়টিতে একটি মাত্র দ্বিতল ভবন রয়েছে যার নীচ তলা ফাঁকা এবং দ্বিতীয় তলায় ২টি শ্রেণী কক্ষ রয়েছে। বিদ্যালয়ের মোট ২৬৬ জন শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ২টি শ্রেণী কক্ষ অপর্যাপ্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিদ্যালয়টিতে ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় শ্রেণীকক্ষের পরিমা ণ অনেক কম হওয়ার কারনে পাঠদানে ব্যাঘাত ঘটছে বলে প্রধান শিক্ষক জানান। এছাড়া ভবনটির বাইরের এবং ভেতরের দেয়ালের আস্তরন খসে পড়েছে। পুরানো ভবনটি সংস্কারপূর্বক নতুন একটি ভবন নির্মাণ করা অত্যাবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

চিত্র-৭ : পূর্ব জোড়খালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটির বাইরের এবং ভেতরের দেয়ালের আস্তরন খসে পড়েছে

১০.১০ তমরদ্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় তমরদ্দি ইউনিয়নে বিদ্যালয়টি অবস্থিত। বিদ্যালয়টি ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ২১-১১-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করা হয়। বিদ্যালয়ে জমির পরিমান ২০ শতাংশ। প্রাক-প্রাথমিকসহ বিদ্যালয়ে মোট ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬৪৪ জন। যার মধ্যে ৩১৫ জন ছাত্র এবং ৩২৯ জন ছাত্রী। বিদ্যালয়ে ১১জন শিক্ষকের মধ্যে (১ জন সংযুক্তিসহ) ১১জন কর্মরত রয়েছে। ডব্লিউএফপি কর্তৃক প্র ণীত Poverty map অনুসারে উক্ত উপজেলায় সুবিধাভোগী নির্বাচনের হার ৭৫%। সে আলোকে বিদ্যালয়ের নির্বাচিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৪১ জন। পরিদর্শনের দিন বিদ্যালয়ে ৮৭% শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। তবে সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীরা প্রায় ৯৯% উপস্থিত ছিল। নদী বহুল এবং অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ণরত। যাদের অধিকাংশ অভিভাবকরা শুধুমাত্র নদীতে মাছ ধরার পেশায় জড়িত এই কারনে প্রতি তিন মাস পর পর উপবৃত্তির অর্থের জন্য অপেক্ষায় থাকেন মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়। পরিদর্শনকালে ভর্তি রেজি ষ্টার, ফলাফল রেজি:, ছাত্র-ছাত্রী হাজিরা, সুবিধাভোগীর কার্ডসহ সকল নথিপত্র পরীক্ষা করে তেমন কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি। নিয়মানুসারে উপবৃত্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র সংরক্ষন করা হয়। ২০১৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৭৫ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে শতভাগ কৃতকার্য হয় তন্মধ্যে ১জন সাধারণ গ্রেডে এ বং ১ জন ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পায়। এ বিদ্যালয়ে সৌদি সরকারের সহায়তায় ১৯৯২ সালে একটি সাইক্লোন সেন্টার কাম বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে যে, ভবনটির জানালায় কোন গ্লাস নেই ফলে বর্ষার মৌসুমে বৃষ্টির পানি শ্রেনীকক্ষে প্রবেশ করে। এছাড়া দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায় ও ছাদের অভ্যন্তরীণ সিলিং এর আস্তরন উঠে গেছে , দেয়ালে ফাটল দেখা গেছে। ভবনটির সংস্কার করা অতীব আবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান হয়।

চিত্র-৮ : তমরদ্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

চ) ভোলা জেলাঃ

গত ২১-১১-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক ভোলা জেলার মনপুরা উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে মনপুরা উপজেলার সংশ্লিষ্ট সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১০.১১ কাউয়ারটেক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়:

বিদ্যালয়টি ভোলা জেলার মনপুরা উপজেলায় ১নং মনপুরা ইউনিয়নে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ২১-১০-২০১৫ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। বিদ্যালয়ে মোট জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশ। বিদ্যালয়ে মোট ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩১৭ জন। যার মধ্যে ১৪৫ জন ছাত্র এবং ১৭২ জন ছাত্রী। বিদ্যালয়ে ৭জন শিক্ষকের মধ্যে ৬ কর্মরত রয়েছে ১টি পদ খালি আছে। ডব্লিউএফপি কর্তৃক প্রণীত Poverty map অনুসারে বিদ্যালয়ের নির্বাচিত উপবৃত্তি সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২৩৮ জন। পরিদর্শনের দিন বিদ্যালয়ে ৮৫% শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। তবে সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীরা প্রায় ৯৯ ভাগ উপস্থিত ছিল। প্রধান শিক্ষক জানান যে, বিদ্যালয়টি মনপুরা উপজেলার মেঘনার তীরবর্তী অত্যন্ত দরিদ্র এলাকায় অবস্থিত। জেলে এবং কৃষি পরিবারের সন্তানদের একমাত্র লেখাপড়ার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি শতভাগ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান । ২০১৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৩০ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে শতভাগ কৃতকার্য হয় তন্মধ্যে ৪জন শিক্ষার্থী সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পায়। বিদ্যালয়ে পানি সমস্যা নেই কিন্তু টয়লেট সমস্যা রয়েছে, মাত্র দুটি টয়লেট শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য প র্যাপ্ত নয়। পিইডিপি-২ প্রকল্পের আওতায় একটি মাত্র বিদ্যালয় ভবন কাম সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনে মাত্র দুটি শ্রেণীকক্ষ রয়েছে। শ্রেণীকক্ষের অপর্যাপ্ততার কারণে শ্রেণীকক্ষের পাঠদান ব্যহত হচ্ছে। ভবনটির দেয়াল ও বীমে ফাটল পরিলক্ষিত হয়েছে।

চিত্র-৯ :কাউয়ারটেক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আস্তরণ খসে পড়ছে।

১০.১২ ফুলগাজী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়:

বিদ্যালয়টি ভোলা জেলার মনপুরা উপজেলায় ১নং মনপুরা ইউনিয়নে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ২১-১০-২০১৫ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। বিদ্যালয়ে মোট জমির পরিমাণ ৫৩ শতাংশ। প্রাক -প্রাথমিকসহ বিদ্যালয়ে মোট ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩৯৫ জন। যার মধ্যে ১৮৭ জন ছাত্র এবং ২০৮ জন ছাত্রী। বিদ্যালয়ে ৭জন শিক্ষকের মধ্যে ৬ কর্মরত রয়েছে ১টি পদ খালি আছে। ডব্লিউএফপি কর্তৃক প্রণীত Poverty map অনুসারে উক্ত উপজেলায় সুবিধাভোগী নির্বাচনের হার ৭৫%। সে আলোকে বিদ্যালয়ের নির্বাচিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২৯৬ জন। পরিদর্শনের দিনে বিদ্যালয়ে ৩৪৫ অর্থাৎ ৮৭% শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। প্রধান শিক্ষক জানান যে, ভোলা জেলার অত্যন্ত দূর্গম ও বিচ্ছিন্ন দীপ, প্রাকৃতিক দূর্যোগের সাথে মোকাবিলা করে এ অঞ্চলের মানুষদেরকে বেঁচে থাকতে হয়। সকল অভিভাবকই অত্যন্ত দরিদ্র। তাদের সকলেই উপবৃত্তিসহ সরকারের সকল সুবিধা সাহায্য পেতে আগ্রহী বলে প্রধান শিক্ষক জানান। তাই তাদেরকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখার পাশাপাশি সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য ১০০% উপবৃত্তি প্রদানসহ উপবৃত্তির অর্থ আরো বৃদ্ধি করার দাবী জানান প্রধান শিক্ষক।

তিনি শতভাগ ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। ২০১৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৪৭

জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে শতভাগ কৃতকার্য হয়। পরিদর্শনকালে ভর্তি রেজি ষ্টার, ফলাফল রেজি:, ছাত্র-ছাত্রী হাজিরা, সুবিধাভোগীর কার্ডসহ সকল নথিপত্র পরীক্ষা করে তেমন কোন সমস্যা পাওয়া যায়নি।

১১। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

ক) বিদ্যালয়ভিত্তিক সমস্যাঃ

১১.১ মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলার গাজী ছাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার লাখপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার দশপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার পূর্ব জোরখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার সন্তোষজনক নয়। পরিদর্শনের দিন এসব বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার কম পরিলক্ষিত হয়েছে;

১১.২ পরিদর্শিত বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলার গাজী ছাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মান্দারতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার লক্ষীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার ১৩নং লাখপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার দশপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার পূর্বজোড়খালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে হাজিরা রেজিস্টারে বিভিন্ন জায়গায় ঘষামাজা এবং ফ্লুইড ব্যবহার করতে দেখা গেছে। উপস্থিতির নির্দিষ্ট ছকে উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত কোনটাই না লিখে খালি রাখা হয়েছে;

১১.৩ মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার ভবের চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশেই গরুর হাট বসে। সীমানা প্রাচীর না থাকায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মাত্র দুটি টয়লেট রয়েছে যা পর্যাপ্ত নয়;

১১.৪ মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার ভবের চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার পূর্বজোড়খালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও তমরদ্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ভোলা জেলার মনপুরা উপজেলার কাউয়ারটেক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ফুলগাজী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তুলনায় শ্রেণীকক্ষের চরম সংকট পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া এসব বিদ্যালয়ে একটি করে মাত্র ভবন যা সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এসব ভবনের দেয়াল ও বীমে ফাটল, দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায় ও ছাদের অভ্যন্তরীণ সিলিং এর আস্তরণ খসে পড়েছে;

খ) সার্বিক সমস্যাঃ

১১.৫ উপবৃত্তির অর্থ প্রাপ্তির জন্য সকল সুবিধাভোগীকে মাসে ৮৫% উপস্থিতি থাকতে হবে। যে সকল শিক্ষার্থী উপবৃত্তির সুবিধা পায় তারা নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকলেও উপবৃত্তি সুবিধা না পাওয়া শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বিদ্যালয় উপস্থিত হয় না। এতে করে উপবৃত্তি প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছুটা বৈষম্য দেখা দেয়;

১১.৬ প্রকল্পটির উপর সর্বশেষ ২০১০-২০১১ অর্থবছরে অডিট হলেও ২০১১-২০১২ অর্থ বছর হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের কার্যক্রমের কোন অডিট হয়নি। নিয়মিত অডিট করা না হলে প্রকল্পের কার্যক্রমে স্বচ্ছহতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হয়।

১২। **সুপারিশঃ**

ক) বিদ্যালয় ভিত্তিক

১২.১ মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলার গাজী ছাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার লাখপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার দশপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার পূর্ব জোরখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ সারাদেশে সকল বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়ানোর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং তদারকি করবেন। শতভাগ উপবৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি উপবৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ে সর্বাধিক উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়মিত তদারকি জোরদার করবেন; (সমস্যা নং-১১.১)

১২.২ পরিদর্শিত বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে গাজী ছাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মান্দারতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, লক্ষীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দশপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্বজোড়খালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ দেশের সকল বিদ্যালয়ে হাজিরা খাতা এবং রেজিস্টার বিভিন্ন জায়গায় ঘষামাজা এবং ফ্লুইড ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে এবং সকল রেজিস্টারসমূহ হালনাগাদ করতে হবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হলে উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে; (সমস্যা নং-১১.২)

১২.৩ মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার ভবের চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারপাশে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে। এছাড়া টয়লেট সমস্যা দূরীকরণে পিইডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় একটি ওয়াশব্লক নির্মাণ করা যেতে পারে; (সমস্যা নং-১১.৩)

১২.৪ মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার ভবের চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার পূর্বজোড়খালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও তমরদ্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ভোলা জেলার মনপুরা উপজেলার কাউয়ারটেক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ফুলগাজী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের সংকট নিরসনের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নতুন ভবন নির্মাণসহ বিদ্যমান জরাজীর্ণ ভবনের সংস্কার করতে হবে। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে; (সমস্যা নং-১১.৪)

খ) সার্বিক সুপারিশঃ

১২.৫ ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হলে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ এবং দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি রোধকল্পে শতভাগ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান এবং প্রতি শিক্ষার্থীকে প্রদেয় উপবৃত্তির অর্থের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে; (সমস্যা নং-১১.৫)

১২.৬ প্রকল্পের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সব সরকারী উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক সদ্ব্যবহার করার লক্ষ্যে ২০১১-২০১২ অর্থ বছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকল্পের কার্যক্রমের অডিট সম্পাদনপূর্বক আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে; (সমস্যা নং-১১.৬)

১২.৭ যেহেতু আলোচ্য প্রকল্পটি জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা খাত উন্নয়নের পাশাপাশি গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সচ্ছলতা প্রদান করছে। তাই ভবিষ্যতে এ ধরনের কার্যক্রম প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে পরিচালনা না করে রাজস্ব বাজেটের আওতায় করা যেতে পারে;

১২.৮ আইএমইডির সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা যথাশীঘ্র এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।